কোটচাঁদপুরে দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ৫টি দোকান ভষ্মিভূত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের মেইন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৫টি দোকান ভষ্মিভূত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। এঘটনায় হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

অগ্নিকান্ডে আশপাশের দোকান ও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল রবিবার রাত ৯ টার দিকে মেইন বাজারের দুধসারা রোডে ভয়াবহ এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনার সঠিক কারন এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে একটি টিনের মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এসময় ফাষ্টফুড, কাগজ-বস্তা, সেলুন ও লন্ডিসহ একটি ঘি তৈরীর দোকান পুড়ে ছায় হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ২১ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন মাষ্টার প্রদীপ কুমার মন্ডল জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায়। কোটচাঁদপুর সহ ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ ও মহেশপুরের ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ৩ ঘন্টার চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঝিনাইদহ জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপঃ সহকারি পরিচালক শামিমুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগছে। এঘটনায় কেউ নিহত বা গুরুতর আহত হয়নি।

তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন,

পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন সহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে সাব্বির হোসেন (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুর ২ টায় উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাব্বির হোসেন পার্শবর্তী কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার হোসেনাবাদ চর এলাকার হাসান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়,সাব্বির তার দাদীর সাথে সকালে ফুপা করমদী গ্রামের সরকার পাড়ার শাকিল আহমেদের বাড়িতে বেড়াতে আসার পর দুপুরে বাড়ির পার্শে একটি পুকুরে বেশ কয়েকজন বন্ধুদের সাথে গোসল করতে নামার পরপরই নিখোঁজ হয়। সাব্বিরকে দেখতে না পেয়ে তার ফুপার বাড়িতে খবর দেয়া হলে বেশ কিছু সময় খোঁজাখুজির পর তাকে উদ্ধার করে করমদী গ্রামের সন্ধানী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।
সন্ধানী হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রুবেল হোসেন জানান,সাব্বির হোসেনকে হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছে।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার ইছাহাক আলী জানান,দূর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই তার মৃতদেহ উদ্ধার করে এলাকাবাসী।
এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুর ইসলাম।

মুজিবনগরে লকডাউনের ৬ষ্ঠ দিনে বেড়েছে চলাচল

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত লকডাউনের ৬ষ্ঠ দিনে বেড়েছে মানুষ, ইজিবাইক, অটোরিক্সা ও মটর সাইকেল এর চলাচল। জন সচেতনতায় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকলেও রাস্তাঘাট ছিল অন্যান্য দিনের থেকে একটু বেশি সচল।

মানুষ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাজারে ঘুরাঘুরি করলেও মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম এর নেতৃত্বে থানা পুলিশের তৎপরতায় তারা ঘরে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে।

সোমবার অযথা ঘুরাঘুরি করার কারণে বেশ কিছু মটর সাইকেল আটক করা হয়।বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশ কেদারগঞ্জ বাজারে চেকপোস্ট বসিয়ে অযথা ঘুরাঘুরি করা ও কাগজ পত্র ঠিক না থাকায় ৪টি মোটর সাইকেলের মামলা ও কাগজ পত্র না থাকায় ১টি মোটর সাইকেল আটক করে।

এ সময় প্রতিদিনের ন্যায় মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা পুলিশ করোনা প্রতিরোধ এবং লকডাউন এর সময় ঘরে থাকা ও মাক্স পরিধান নিশ্চিত করতে কেদারগঞ্জ বাজারে জন সচেতনতা মূলক অভিযান চালায় যারা ঘর থেকে বের হয়েছেন তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয় পরবর্তীতে জরুরী প্রয়োজন কাজ ছাড়া ঘরের বাহিরে বের হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর রুমা হিজড়া অনন্তবাসে

আকতারুজ্জামান,গাংনী
গাংনীর রুমা হিজড়া আজ সোমবার ভোর ৫ টার দিকে গাংনী উত্তর পাড়ার নিজ বাড়িতে অসুস্থতা জনিত কারনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছে প্রায় (৪৩)

বছর। রুমা কয়েক বছর যাবত অসুস্থ জীবন যাপন করছিলেন। আজ দুপুর দু’ই টার সময় গাংনী পাইলট প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে গাংনী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

পারিবারিক ভাবে রুমা হিজড়া বগুড়া জেলার ধুপচাঁচিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। ৩০ বছর আগে গাংনী এলাকায় আসেন। এখানে সারজিনা হিজড়ার তত্ত্বাবধানে বসবাস শুরু করেন। গোষ্টি পরম্পরায় সারজিনা হিজড়ার মৃত্যুর পর লাইলী হিজড়া উপজেলার দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর রুমা হিজড়া গাংনী উপজেলার হিজড়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব প্রদান করে আসছিলেন।

ছেলের পরে মেয়ে হবে, মেয়ের পরে ছেলে। বেঁচে থাকো সোনার চাদঁ। ঢোলের তালে তালে এমন কথা মুখে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতেন রুমা হিজড়া। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হলেও মিশুক সভাবেই তার পরিচয়ের পরিধি বাড়িয়ে তোলে গাংনীর প্রতিটি গ্রাম এবং পাড়া মহল্লায়। রুমা হিজড়াকে গাংনী উপজেলার প্রতিটি গ্রামের নারী পুরুষ এক নামেই চিনতেন। গ্রামে গ্রামে পাড়া মহল্লায় নবজাতক শিশু নাচিয়েই রোজগার ছিল তার। স্বামী সংসার নেই হিজড়াদের তাই অনেকেই খুশি হয়ে অর্থিক সহযোগীতা করতেন সকলেই। গোষ্টির প্রতি অনেক দায়বদ্ধতার মধ্যে জীবযাপন তাদের। হিজড়াদের আপদে বিপদে দুঃখ দুর্দশায় সব সময় কাছে থাকতেন রুমা। গোষ্টিগত স্নেহে লালন করেছেন অসংখ হিজড়াদের। তার কাছে রোজগারের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অনেকেই। তার মৃত্যতে হিজড়াদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের মাতম। দেশ বিদেশেও রয়েছে তার অনেক শুভাকাংখি। এজগতে আপন কাউকে রেখে যেতে না পারলেও রেখে গেলেন অসংখ্য শুভাকাংখি।

দামুড়হুদায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পৃথক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

চুয়াডাঙ্গায় ভালাইপুর মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে ৬ জনকে ৪ হাজার চারশত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন লকডাউন অমান্য করে দোকান খুলে রাখা, মাস্ক পরিধান না করা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিমূল) আইন, ২০১৮ এর ২৪ (১)ধারায় ৪টি মামলায় ৬জন কে ৪৪০০/-(চার হাজার চারশত টাকা মাত্র)অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লকডাউন পরিস্থিতির সকল নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করার কারণে তাদের এ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন সোবহান আলী, পেশকার, আনসার ও ভিডিপি সদস্যাবৃন্দ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের

জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি, মেয়াদ উর্ত্তীণ মালামাল রাখা, সামাজিক দুরত্ব বজায় না রেখে কেনা-বেচা করাসহ নানা অপরাধে ঝিনাইদহে অর্ধশত ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পরিচালিত কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

জেলা প্রশাসক মজিবুর রহমান জানান, রমজান ও লকডাউনের কারণে সরকার নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে বেশি দামে ও ক্রয়কৃত পণ্যে বিক্রির সময় বেশি দাম রাখা হচ্ছে এমন সংবাদ পাওয়া যায়। এমন সংবাদের ভিত্তি শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এরফানুল হক চৌধুরী, জিন্নাতুল ইসলাম, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় শহরের নতুন হাটখোলা, পুরাতন হাটখোলার কাঁচামাল, মুদি, মাছ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়।
এছাড়াও মাস্ক না পড়ে কেনা-বেচা করার অপরাধেও জরিমানা করা হয়।

কালীগঞ্জে শশার ক্ষেত কেটে দিলো দূর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের এক কৃষকের ধরন্ত শশার ক্ষেত কেটে সাবাড় করেছে দূর্বৃত্তরা।

গত শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলা মালিয়াট ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামের মাঠে এই ক্ষেত কেটে দেয়। রবিবার সকালে শশা তুলতে গিয়ে দেখতে প্রায় গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। আজ তার আট কাঠার এই ক্ষেত থেকে চার মন শশা ওঠার কথা ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত শশা ক্ষেতের মালিক গয়েশপুর

গ্রামের আনসার আলীর ছেলে বাপ্পারাজ ওরফে বাপ্পি। এর আগেও গত এক বছরে তার চারবার বেগুন ও ফুলকপিসহ বিভিন্ন সবজি ক্ষেত কেটে দেয় দুর্বৃত্তরা।

সংবাদ পেয়ে মালিয়াট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একরামুল হক সংগ্রাম ও তত্বিপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত পরিদর্শন করেছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বাপ্পি জানান, আমার এই জমিতে শষা চাষ করতে এখনো পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এখান থেকে আমি প্রায় ৫০ হাজার টাকা শশা বিক্রি করার আশা ছিল। গতকাল রবিবারও চারমন শশা তোলার আশা করে মাঠে গিয়েছিলাম। ক্ষেতে গিয়ে দেখি কারা আমার জমির সব গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে।

তত্বিপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রফিকুল ইসলাম বিষয়টি চরম অমানবিক উল্লেখ করে জানান, লোকমুখে সংবাদ পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কোন অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর লকডাউন; সব চলছে অগোচরে

আকতারুজ্জামান, গাংনী:
প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় সমগ্র বাংলাদেশকে ঝুকিপূর্ণ ঘোষণা করার পরেও মেহেরপুরের গাংনীর বিভিন্ন অযুহাতে বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করছে অনেকে। মানছে না লকডাউন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেটে ও মোটরসাইকেলে চড়ে ঘোরাফেরা করছেন অনেকেই। আবার অটোরিক্সা ভ্যানে যাত্রী পরিবহনও করছে আগের মতই।

প্রথম দিকে লকডাউন মেনে চলতে পুলিশের পক্ষ থেকে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হলেও উপজেলা প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করেন অনেকেই। এতে করোনা সংক্রমণের হার আশংকাজনক হারে বাড়তে পারে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

খুলছে। এ লুকোচুরি বন্ধে উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, প্রশাসন তৎপর। বাজার ঘাট বেশি হওয়ায় সব স্থানে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূর ই আলম সব সময় মাঠে আছেন। তিনি আরো বেগবান হবেন বলে জানিয়েছেন।

লকডাউনে মানবেতর জীবন বাস শ্রমিকদের

সিরাজুদ্দোজা পাভেল

জাকির হোসেন। বয়স ৩৫। শ্যামলী পরিবহনের চালক। লকডাউনের কারণে গাড়ি বন্ধ থাকায় তার আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবারের ৬ সদস্য নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাতে হচ্ছে জাকির হোসেন কে। করোনা পরিস্থিতি কবে থামবে, কবে আবার আয়ের পথে ফিরে আসবে জানেন না তিনি।এ অবস্থায় হতাশায় দিন কাটছে তাঁর।

মোঃ সবুজ। লোকাল গাড়ির চালক। লকডাউনের কারণে কর্মহীন হয়ে পরিবারের লোকজন নিয়ে চরম অসুবিধার মধ্য জীবনযাপন করতে হচ্ছে। পরিবারে বৃদ্ধ মা-বাবাকে নিয়ে ৬ সদস্যের সংসার তার। প্রতিদিন সর্বনিন্ম ৩শত টাকা পরিবারের খরচ। এর মধ্যে আবার আছে দুটি সন্তানের লেখাপড়া ও বাইরের খাবারের খরচ। পরিবারের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বাধ্য হয়ে রিক্সা চালাতে হচ্ছে সবুজকে।

সোহেল রানা। লোকাল গাড়ির সুপারভাইজার। সবুজের মত একই অবস্থা তারও। কর্মহীন হয়ে পড়ার কারণে তাকেও বেছে নিতে আয়ের ভিন্ন পথ। চালাতে হচ্ছে ভাড়ার রিক্সা। সংসারে প্রতিদিনের খরচ ২৫০ টাকা। বর্তমান অবস্থায় রিক্সার ভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সোহেলকে।

জাকির হোসেন, সবুজ ও সোহেল রানার মত মেহেরপুর জেলায় দেড় হাজারের বেশি বাস শ্রমিক এখন মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। করোনা

বরাদ্দ আসেনি। সে কারণে আমরা কোন কিছু নিশ্চিত বলতে পারছি না।